নিশ্চিন্তপুরের যাত্রী

রতন শিকদার

নীলমাধব এবার খুব নিশ্চিন্ত। গতবার একটুর জন্য ফসকে গেছে। তার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। তবুও হয় নি। হয় নি কারণ সে নির্ধারিত মাত্রা অবধি নিজের পৃষ্ঠদেশকে ধনুকাকারে বাঁকাতে পারে নি। অর্থাৎ নিজেকে পুরোপুরি বাঁকা মেরুদন্ডী বলে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস এক নাগাড়ে চেষ্টার ফলে এবার সে অবশ্যই পারবে। কঠিন পরিশ্রম আর অভ্যাসে নীলমাধব এখন তার শিরদাঁড়াটাকে ধনুকের আকার দিতে পারছে। আজ তাই সে পরীক্ষা দিতে চলেছে।

সকাল সকাল নীলমাধব মায়ের মন্দিরের দোরগাড়ায় পৌঁছে গেল। মন্দিরের লাগোয়া নিশ্চিন্ত আশ্রয় –য়ের বিশাল হলঘর। অনেকের পিছনে সে লাইনে দাঁড়াল। ঘন ঘন ঘোষণা হচ্ছে, আপনার মেরুদন্ডটিকে যদি ধনুকের আকার দিতে না পারেন তবে হলঘরে প্রবেশের চেষ্টা করবেন না. নীলমাধব লাইনে দাঁড়িয়েই আরও একবার দম বন্ধ করে মেরুদন্ড সোজা করবার চেষ্টা করল। না, তার মেরুদন্ড সোজা হল না।

দ্বাররক্ষিণী কঠিন দৃষ্টিতে সবাইকে দেখছে। কেউ ভিতরে ঢুকবার অনুমতি পাচ্ছে আবার কেউ বা প্রাথমিক পরীক্ষার পরেই সদর থেকে বিদায় নিচ্ছে। এক সময় নীলমাধবের সুযোগ এল। সে সদর দরজা অতিক্রম করল বিনা বাধায়। সদর দরজা স্বাভাবিক উচ্চতা বিশিষ্ট মানুষের যাতায়াতের জন্য তৈরি। এবার তাকে একটা নীচু দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকতে বলা হল। এর আগে তিনবার সে এই নীচু দরজা পেরোতে পারেনি, কারণ তখন তার মেরুদন্ড ভীষণ কঠিন ছিল। নীলমাধব এবার অনায়াসে তার ধনুকাকারের মেরুদন্ড নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। একজন স্বেচ্ছাসেবিকার তার গলাতে গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বলল, যান, এগিয়ে যান। আপনি ভাগ্যবান। আজকের মতো আপনিই শেষ জন যিনি ভেতরে যাবার সুযোগ পেলেন।

নীলমাধব মুখে বিশ্বজয়ের হাসি ফুটিয়ে স্বেচ্ছাসেবিকাটিকে ধন্যবাদ জানালেন।

হলঘরের ভিতরে চেয়ারগুলো প্রায় ভর্তি। নীলমাধব ভিতরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসল। আশেপাশে তাকিয়ে অনেক পরিচিত মুখ দেখতে পেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এযুগের নামকরা কবি, নাটকের অভিনেতা, খেলোয়াড়, নামী চিকিৎসক অথবা গান গাওয়া শিল্পী। নীলমাধব মেরুদন্ড টান টান করে বসতে চেষ্টা করল। তার মেরুদন্ড আর সোজা হল না। কিন্তু সে মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে একটা চেয়ারে নিশ্চিন্ত আশ্রয় নিল। তার মেরুদন্ডের স্থিতিস্থাপকতা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু মনে তার পরম আনন্দ। চেয়ারে বসেই হৃদয় তার ময়ুরের মতো নেচে উঠল।